শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য – সমদর্শিতা, সমতা, ক্রোধাদিশূন্য নির্বিকার ভাব, সাদৃশ্য।
সাথে – সঙ্গে।
একত্রিত – সমবেত, মিলিত, সম্মিলিত।
কালে কালে – যুগে যুগে।
পথ – রাস্তা, সড়ক, উপায়, পন্থা, ব্যবস্থা, কৌশল।
মানবজীবন – মানুষের জীবন, মনুষ্যজীবন।
শ্রেষ্ঠ – অতি উৎকৃষ্ট, উত্তম, প্রধানতম, সর্বপ্রধান।
কঠোর – কঠিন, দৃঢ়, শক্ত, অবিচল, অনমনীয়।
সাহস – হিম্মত, নির্ভীকতা, ভয়হীনতা, উদ্যম।
বিজয় – জয়, জিত, প্রাধান্য, পরাজিতকরণ বা দমিতকরণ।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

শতেক, হস্ত, একত্রিত, সমুন্নত, বিপুলা, পৃথিবী, প্রসারিত, যাত্রী, কর্মের, আহ্বান, শ্রেষ্ঠ, কঠোর, মহীয়ান, সংগ্রাম, প্রজ্ঞা, দীপ্তিমান, সিন্ধু, বিজয়, কেতন।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান — শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▸ অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলীয় কাজ) ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৯৫

উত্তর : স্কুলে শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্য নিয়ে অথবা বাড়িতে বড়দের সাহায্য নিয়ে বন্ধুরা মিলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করবে।

খ ▸ সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে– তার পরিকল্পনা প্রস্তুত কর। (একক কাজ) ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৯৫

উত্তর : স্কুলে শ্রেণিশিক্ষকের অথবা বাড়িতে বড়দের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও আরও কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো সেই অনুযায়ীও কাজটি করতে পার।

পরামর্শ :
১। প্রথমত সব ধর্ম-বর্ণের বন্ধুদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ফলে সমাজ সুন্দর হয় মানুষকে সে সম্পর্কে অবগত করাতে হবে।
৩। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ফলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় সে কথা সবাইকে জানাতে হবে।
৪। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। যেমন– বইমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপণ অভিযান ইত্যাদি।
৫। লক্ষ রাখতে হবে প্রতিটি কাজে সবাই যেন সমান ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি– এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. **কর্মের আহ্বানে মানুষ কত দিন হতে চলছে?**
ক সহস্রাব্দকাল ● অনন্তকাল
গ শতাব্দীকাল ঘ ঐতিহাসিক কাল

২. **কালে কালে মানুষ কীভাবে সমুন্নত হয়েছে?**
● সম্মিলিত প্রয়াসে খ একক প্রয়াসে
গ সভ্যতার বিকাশে ঘ অর্থনৈতিক বিকাশে

■ **উদ্ধৃতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
(১) একতাই বল
(২) চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা

৩. **উদ্ধৃতির ১ম অংশের সাথে 'সাম্য' কবিতার কোন চরণসমূহের মিল আছে?**
i. বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ / যাত্রীরা সেই পথে
ii. শতকের সাথে শতক হস্ত / মিলায়ে একত্রিত
iii. বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ / চলিয়াছে দলে দলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **উদ্ধৃতাংশের সাথে 'সাম্য' কবিতার কোন ভাবের মিল আছে?**
ক সংগ্রাম খ প্রচেষ্টা
● সম্মিলিত অবস্থান ঘ সাহস

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ অমিত সাহেব একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এত বিশাল কাজ সম্পাদন কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কারও সহযোগিতা নিতে সম্মত নন। পরে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এখন সবাই পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারছে।

ক. 'সাম্য' কবিতায় কোনটির মাধ্যমে জীবন মহীয়ান হয়? ১
খ. 'সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. অমিত সাহেবের চরিত্রে 'সাম্য' কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব যেন 'সাম্য' কবিতারই প্রতিরূপ"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক • 'সাম্য' কবিতায় কর্মের মাধ্যমে জীবন মহীয়ান হয়।

খ • 'সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা' কথাটি দ্বারা মানুষের গভীর জ্ঞানের কথা বোঝানো হয়েছে।

• অসীম সাহস ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ এই পৃথিবীতে তার বিজয় ঘোষণা করেছে। সংগ্রাম করতে মানুষ তখনই সাহসী হয় যখন তার মধ্যে গভীর জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞা জন্মে। তাই কবি বলেছেন সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবী আলোকে দীপ্তিমান।

গ • অমিত সাহেবের চরিত্রে 'সাম্য' কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি হলো, একা বড় কাজ করার প্রচেষ্টা।

• মানুষ কখনই একা কোনো কাজ করতে পারে না। কোনো বড় কাজ করতে হলে মানুষকে অবশ্যই অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়।

• 'সাম্য' কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল বলেছেন কোনো বড় কাজ মানুষ একা করতে পারে না। শতেকের সাথে শতেক হস্তের মিলন হলেই মানুষের উন্নতি। কিন্তু উদ্দীপকের অমিত সাহেব একাই চেষ্টা করেন গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপন করার মতো বড় কাজ করতে যাতে তিনি সফল হতে পারছিলেন না। অমিত সাহেব 'সাম্য' কবিতায় প্রকাশিত বক্তব্যের ঠিক উল্টো কাজটি করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, অমিত সাহেবের চরিত্রে 'সাম্য' কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি হলো একা বড় কাজ করার প্রচেষ্টা।

ঘ • "উদ্দীপকের মূলভাব যেন 'সাম্য' কবিতারই প্রতিরূপ"– মন্তব্যটি সত্য।

• পৃথিবীতে মানুষ যেমন একা একা বাস করতে পারে না, তেমনি কোনো বড় কাজ করাও কোনো মানুষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করতে হয়।

• 'সাম্য' কবিতায় বলা হয়েছে কোনো বড় কাজ মানুষ একা করতে পারে না। এজন্য দরকার হয় মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ। সকলকে নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক মহৎ কাজের পেছনে ছিল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অন্যদিকে উদ্দীপকে দেখা যায় অমিত সাহেব একা একটি পাঠাগার স্থাপন করতে চান গ্রামে। কিন্তু তার একার পক্ষে কাজটি করা সম্ভব হয় না। যখন গ্রামের সকল মানুষ তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে তখন পাঠাগার স্থাপন সম্ভব হয়।

• 'সাম্য' কবিতায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতা লাভের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের গ্রামবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পাঠাগারটি স্থাপন করে। 'সাম্য' কবিতায় যে ভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সত্য।

সৃজনশীল অংশ — কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : বিভেদনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ।

প্রশ্ন ২ পেঁচা বলেন 'সবুর' থামো ঝগড়া এখন ছাড়ো
বিভেদ-নীতির বিষম পন্থা বিপদ বাড়ায় আরো।
'একজোট ঠিক আমরা যদি দাঁড়াই সবে রুখে,–
সাধ্য কি কেউ আমাদের তিরটি ছোঁড়ে বুকে।'

[তথ্যসূত্র : সভা– সানাউল হক]

ক. মানুষ দলে দলে কী উড়িয়ে চলেছে? ১
খ. কর্মে মহীয়ান কে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সাম্য' কবিতার মিল তুলে ধর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের পেঁচার বক্তব্য 'সাম্য' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক • মানুষ দলে দলে বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে।

খ • কর্মে মহীয়ান মানুষ।

• মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ প্রতিদিন ছুটে চলেছে নিজের কাজে। নিজেকে সবার সামনে মেলে ধরতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষের এই কর্মযজ্ঞ মানুষকে মহীয়ান করে তোলে। কারণ মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু যে সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে, ভালো কোনো কাজ করে তাকে সবাই মনে রাখে। আর মহৎ কাজের মধ্য দিয়ে এভাবেই মানুষের জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে মানুষ কর্মে মহীয়ান।

গ • উদ্দীপকের সঙ্গে 'সাম্য' কবিতার সাম্য ও সম্প্রীতির আহ্বানের মিল রয়েছে।

• সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও মিলবন্ধনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মঙ্গলের বার্তা বয়ে আসে। যে সমাজে মানুষে মানুষে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় থাকে, সেই সমাজে কখনো মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। কিন্তু যে সমাজে মানুষের মাঝে সৌহার্দ-সম্প্রীতি থাকে না, সেই সমাজে সর্বদা বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে।

• উদ্দীপকে একতা ও সাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, আলাদা নিয়ম এবং একেকজনের একেক নিয়মনীতি সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকলে, বিপদকে রুখে দাঁড়ালে কারওই সাধ্য নেই কোনো রকমের ক্ষতি করার। নিজেদের ভালোর জন্য হলেও সবাই একতাবদ্ধ হয়ে বিপদের মোকাবিলা করা উচিত। 'সাম্য' কবিতায়ও সাম্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। পৃথিবীর যে দেশগুলোতে মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে, তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং তারাই এগিয়ে গেছে। এমনকি অনেক মহৎ কাজের পেছনে সম্মলিত প্রচেষ্টা অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'সাম্য' কবিতার সাম্য ও সম্প্রীতির আহ্বানের মিল রয়েছে।

ঘ • "উদ্দীপকের পেঁচার বক্তব্য 'সাম্য' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

• পৃথিবীতে সাম্য-সম্প্রীতির বন্ধন আছে বলেই মানুষ এখনও বেঁচে আছে। সাম্য-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ না থাকলে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ত। তবে এই সৌহার্দ ও সম্প্রীতি সবসময় বজায় রেখে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। কোনো রকমের জটিলতা বা অশান্তি থাকবে না।

• উদ্দীপকে পেঁচা সবাইকে একতাবদ্ধ থাকার আহ্বান করেছে। মূলত পেঁচার বক্তব্যের মাধ্যমে রূপকভাবে সাম্য ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার গুরুত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ও নীতি আরও বেশি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। সেজন্য সবাই যদি এক হয়ে বিপদের মোকাবিলা করে, সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তা হলে সমস্যা সমাধান অনেক সহজ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কেউ কোনো ক্ষতি করার সুযোগও পায় না। 'সাম্য' কবিতায়ও মানুষের মহৎ কাজের কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্মিলিত চেষ্টা ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার বিষয়টিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ যুগে যুগে মহৎ বা বড় কোনো কাজের পেছনে সম্মিলিত চেষ্টার গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি যেসব দেশের মানুষ সম্মিলিত হয়ে কাজ করেছে সেসব দেশ আর পিছিয়ে নেই। কবিতায় সাম্য ও একতাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিই মূলত প্রকাশ পেয়েছে।

• উদ্দীপকে পেঁচার বক্তব্যে সাম্য ও সম্প্রীতির দিকটি ফুটে উঠেছে। 'সাম্য' কবিতায়ও একতাবদ্ধ হয়ে সাম্য ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পেঁচার বক্তব্য 'সাম্য' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।

উদ্দীপকের বিষয় : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্যনীতি।

প্রশ্ন ৩ তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোন নাই–
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই–
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।

[তথ্যসূত্র : আমার পরিচয়– সৈয়দ শামসুল হক]